FEB. 09 2002

পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়

পাকে পড়িয়াছে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী। তাহারা যে বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করিতেছে উহা আদৌ বিশ্ববিদ্যালয় কিনা তাহা লইয়া দেখা দিয়াছে চরম অনিশ্চয়তা। অতীতে ন প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল পটুয়াখালী কৃষি কলেজ। ১৯৯৯ সালের ৮ জুলাই ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিয়া তাহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে জাতীয় সংসদে পটুয়াখালী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়। কিন্তু লাল ফিতার জটিলতায় প্রজ্ঞাপন না হওয়ায় এই 'পাস হওয়া' কোন কাজে আসিতেছে না। ফলে দৃষ্টিতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ত্রিশঙ্কু ঝুলিয়া আছে। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৫ জন ভর্তি হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতির চূড়ান্ত কাগজপত্র না যাওয়ায় ভর্তির ২০ মাস পরেও এই সকল ছাত্র প্রথম বর্ষে রহিয়া । ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া অপর ১২৫ জন ছাত্রছাত্রীর ক্লাস য়া লইয়া দেখা দিয়াছে চরম অনিশ্চয়তা। আড়াইশত ছাত্রের ভবিষ্যৎ সৃষ্ট এই সংশয়ের সুরাহা অচিরেই হওয়া উচিত। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ ইতেছে না। বরং সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যত্র স্থানান্তর হবে বলিয়া গুজব ছড়াইয়া পড়ায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছে। একটি বিশেষায়িত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এই ধরনের স্থা গোটা জাতির জন্য লজ্জাজনক। বিগত নির্বাচনে সরকার বদল না এই জটিলতা দেখা দিত না বলিয়া মনে হয়। এত দিনে হয়তো প্রজ্ঞাপন যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হইয়া যাইত। একজন প্রধানমন্ত্রী একটি কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করিয়াছেন, বিষয়টি জাতীয় সংসদে অনুমোদিত তাহার পর আর কোন অনিশ্চয়তা থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু র দেশের রাজনৈতিক কালচার হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ন প্রধানমন্ত্রীর দল নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় বিজয়ী পক্ষ এখন বিষয়টি রাহা করিতে উৎসাহ পাইতেছে না। কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ লইয়া দলীয় রাজনীতি শুরু হইলে তাহা পরিণতিতে জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। ইহার কিছু কিছু আলামত ধ্য দেখা যাইতেছে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রত ছাত্রছাত্রীরা ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইয়া কোন অপরাধ করে নাই। কেন উপর মহলের রশি টানাটানির শিকার হইবে? রাজনৈতিক অথবা নিক জটিলতায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়িবে, ইহা ভ্য দেশে কল্পনা করা যায় না। অবিলম্বে এই জটিলতার অবসান ঘটাইবার ামরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানাইতেছি।